Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৩ জানুয়ারি, ২০১৪

৩৭ বর্ষ ২ সংখ্যা ১১ জানুয়ারি, ২০১৪ ২৬ পৌষ, ১৪১৯

মাতিশ্বরে সি পি আই(এম)-এর বিশাল জনসভা

এই সরকারের প্রতি মোহ ভঙ্গ হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ জানুয়ারি : বর্ধমানে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের লাখ লাখ মানুষের জনসভাকে টেক্কা দেওয়ার জন্য মুকুল রায় জনসভা করলেন। বর্ধমান-হুগলি জেলা তো বটেই, সুদূর বাঁকুড়া-বীরভূম থেকে লোক এসে সেই জনসভায় লোক হয় মাত্র পনেরো হাজার। ৭ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী খয়ড়াসোলে জনসভা করতে গিয়ে দেখলেন সেখানে লোকজনই নেই। বাধ্য হয়ে তিনি মঞ্চের নিচে দাঁড়িয়ে কর্মীদের সামনে ভাষণ দেন। লোক সমাগম না হওয়ার জন্য সরকারি আধিকারিকদের ধমক দিয়ে তিনি খয়ড়াসোল ছাড়েন। ৭ জানুয়ারি বর্ধমানের ভাতারে পাঁচ হাজার মানুষ লালঝণ্ডা নিয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মিছিল করেন। সেই মিছিলের উপর তৃণমূলিরা আক্রমণ করলে মহিলারা তার প্রতিরোধ করেন। প্রতিরোধের সামনে পড়ে তৃণমূলিরা মাঠ দিয়ে পালিয়ে যান। এসব ঘটনা কিসের ইঙ্গিত বহন করে? তৃণমূলিরা এই ইঙ্গিত বুঝতে না পারলেও মানুষের যে এই সরকারের প্রতি মোহভঙ্গ হচ্ছে তা কিন্তু পরিষ্কার। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট লুঠ করা, বুথ দখল করা, ভোটের ফল উলটে দেওয়া, জোর করে

পঞ্চায়েত দখল করা কোনটাই বাদ যায়নি। কিন্তু এই ঘটনা বার বার হবে না। মানুষ সে সুযোগ তৃণমূলিদের দেবে না।

কালনা ও মেমারির সীমানা মাতিশ্বরে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় কথাগুলি বলেন সি পি আই(এম) বর্ধমান জেলা সম্পাদক অমল হালদার। সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য নেত্রী অঞ্জু কর ও সুকান্ত কোঙার।

অঞ্জু কর বলেন, এরাজ্যে যারা অপরাধ করছে তারা সবাই দিদির স্নেহধন্য। তাই অপরাধীরা মনে করছে এই সরকার তাদের। অপরাধ করলে কোনো সাজা হবে না।

সুকান্ত কোঙার বলেন, কৃষককে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এলেও এ সরকার এখন কৃষকদের পাশে নেই। এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৩২ জন কৃষক এরাজ্যে আত্মহত্যা করেছেন।

প্রয়াত শ্যামলী গুপ্ত ও ঝর্ণা দাশগুপ্তকে শ্রদ্ধায় স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১১ জানুয়ারি, বর্ধমান : গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে প্রয়াত শ্যামলী গুপ্ত এবং ঝর্ণা দাশগুপ্তর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমান লায়ন্স ক্লাব সভাকক্ষে। শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করেন যথাক্রমে মণিমালা দাস এবং সাধনা মল্লিক।

স্মৃতিচারণে অংশ নেন অঞ্জু কর, রেখা গোস্বামী, মিনতি ঘোষ প্রমুখ। সকলেই নারী মুক্তি আন্দোলনে প্রয়াত দুই নেত্রীর আন্তরিকতা ভালবাসার কথা স্মরণ করে উল্লেখ করেন যে, ওঁদের মৃত্যুতে সাময়িকভাবে আমরা বিহ্বল হলেও আমাদের সংকল্প ওঁদের চিন্তাভাবনা আরদ্ধ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সংগঠনের রাজ্য কমিটির সভানেত্রী অঞ্জু কর বলেন, শ্যামলী দির মৃত্যুতে সংগঠনের যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের তা পূরণ করতে হবে। রাজ্য কমিটির সম্পাদিকা মিনতি ঘোষ বলেন, পশ্চিমবঙ্গে আজ গণতন্ত্র আক্রান্ত, ধর্মীয় মৌলবাদ সক্রিয়। শ্রমজীবী মহিলাদের সংগঠিত করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। সর্বভারতীয় নেত্রী রেখা গোস্বামী বলেন, এ রাজ্যে নারীরা আজ ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে আছেন। মহিলারা ধর্ষিত হচ্ছেন। ধর্ষণের পর তাদের খুন করা হচ্ছে। ঘটনার সাক্ষীদেরও রেহাই দিচ্ছে না শাসক দলের দুষ্কৃতীরা। এই পরিস্থিতির মধ্যেও আমরা ওইসব পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সোচ্চারে ঘোষণা করতে চাই ন্যূনতম মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করুন। নইলে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে আমরা জবাব দিতে পারব না। সভা পরিচালনা করেন ভারতী ঘোষাল।

শুরু হল আসানসোল বইমেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ১০ জানুয়ারি : ৩৩ তম আসানসোল বইমেলার উদ্বোধন হল আজ। হটন রোড সংলগ্ন বুধা ময়দানে বইমেলার উদ্বোধন করলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। এই বইমেলা চলবে আগামী ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। মোট ৬৮টি স্টল হয়েছে। আনন্দ, দে'জ-এর মতো প্রকাশকেরা যেমন যোগ দিয়েছে, তেমনি স্থানীয় লিটল ম্যাগাজিন, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, প্রেস ক্লাব, এই বইমেলায় স্টল নিয়ে যোগদান করেছে। নানা পত্র-পত্রিকার সংগ্রহ এবং বই সকলকে আকর্ষণ করেছে।

এদিন রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল থেকে 'বইয়ের জন্য হাঁটুন' একটি বিশাল পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিল সাত-আটটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা।

রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়ন-এর রাজ্য সম্মেলন শুরু হল কাটোয়ায়

পশ্চিমবঙ্গ রেলওয়ে হর্কাস ইউনিয়নের নবম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া। সম্মেলন শুরু হচ্ছে ১১ জানুয়ারি কাটোয়া রবীন্দ্র পরিষদে, সম্মেলন চলবে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত। সভায় বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা নেপালদেব ভট্টাচার্য। সভায় সভাপতিত্ব করেন অঞ্জন চ্যাটার্জী।

এবার বিদেশে পাড়ি দেবে বর্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানা ও শক্তিগড়ের ল্যাংচা

কিশোর মাকর

বর্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানা এবং শক্তিগড়ের ল্যাংচার কদর জগৎজোড়া। এই অতি সুস্বাদু মিষ্টি ভিন রাজ্য থেকে বিদেশেও পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু একে আন্তর্জাতিক স্তরে প্যাকেজিং করে দু-পয়সা বিদেশি মুদ্রা আনার উদ্যোগ সরকার নেয়নি। উদার অর্থনীতির সুবাদে বিদেশ থেকে প্যাকেটজাত খাবার বেশি দাম দিয়ে কিনতে হয়, অথচ ভালো সুস্বাদু মিষ্টির অননুকরণীয় শিল্প সেই অনাদরেই থেকে গেল।

আজ পর্যন্ত বর্ধমানের মিহিদানা, সীতাভোগ এবং শক্তিগড়ের ল্যাংচার প্রযুক্তি কেউ রপ্ত করতে পারেনি। বর্ধমানের আবহাওয়াতেই এবং কারিগরদের বিশেষ গুণের কারণে এই অতি সুস্বাদু মিষ্টি এখনও পশ্চিমবঙ্গের কোনো জেলা, রাজ্য এমনকি বিদেশও এই প্রযুক্তি রপ্ত করতে পারেনি। যদিও এরা কেউই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়। ১০০ বছরের পুরানো প্রযুক্তি, একটু সরকারি সহযোগিতা পেলেই জেলার ব্যবসায়ীদের শ্রীবৃদ্ধি হতো, সেই সঙ্গে অর্থনীতি বদলে যেতে পারতো।

দীর্ঘ টালবাহানার পর এবার রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ল্যাংচা, সীতাভোগ, মিহিদানা কি সুদিন ফিরে পেতে চলেছে? জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলার মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের এক বৈঠকে ঠিক হয় জেলা শিল্প কেন্দ্রের উদ্যোগে রেজিস্ট্রেশন ও ফায়ার লাইসেন্সের ব্যবস্থা

করা হবে। ল্যাংচা, সীতাভোগ, মিহিদানা মিষ্টিগুলির মানোন্নয়ন এবং রাজ্যের বাইরে তথা বিদেশে বাজারজাত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এজন্য প্রশাসনের উদ্যোগে বর্ধমান শহর এবং শক্তিগড়ের ব্যবসায়ীদের তালিকা তৈরি হয়। বর্ধমানের ইতিহাসবিদ নীরদবরণ সরকার এই খবরে খুশি। মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির জেলা সম্পাদক প্রদীপ ভকত জানান, আমরা দীর্ঘদিন ধরে পেটেন্ট পাওয়ার জন্য সরকারকে বলেছি। এছাড়া জেলা প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছি এক একর জমি দেওয়ার জন্য যেখানে একটি মিষ্টান্ন ভবন থাকবে। কারিগরদের প্রশিক্ষণ এবং প্যাকেজিং-এর ব্যবস্থা থাকবে।

সম্প্রতি বর্ধমানের বিখ্যাত সীতাভোগ, মিহিদানা ও ল্যাংচাকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানচিত্রে উন্নীত করার জন্য দু'দিনের প্রশিক্ষণ শিবির হয়ে গেল বর্ধমানে। প্রশিক্ষণ শিবিরে মূলত মিষ্টান্ন ব্যাবসায়ীদের বিজ্ঞানসম্মততাবে প্যাকেজিং-এর জন্য জোর দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা যেভাবে ওই সমস্ত মিষ্টি তৈরি করেন তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে না হওয়ার জন্য বা পদ্ধতি মেনে না করার জন্য প্যাকেজিং করে বেশি দিন রাখা যায় না। রাজ্যের বাইরে বা ভিন দেশে পাঠাতে গেলে অন্তত ৯০ দিন রাখা যাবে সেই ভাবে তৈরি করে প্যাকেজিং করতে হবে। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্যাকেজিং বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর এন নটরাজ এবং ডেপুটি ডিরেক্টর বিধান দাস। এছাড়া বর্ধমান জেলা শিল্পকেন্দ্রের আধিকারিক দীপঙ্কর চক্রবর্তীও উপস্থিত ছিলেন। বর্ধমান শহর ও শক্তিগড়ের মোট ৫০ জন মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী কর্মশালায় যোগ দেন।

ল্যাংচা তৈরির ইতিহাসটা কী? ইতিহাসবিদ সর্বজিৎ যশের দাবি প্রায় ১০০ বছর আগে বর্ধমানের মহারানি ভিন্ন স্বাদের মিষ্টি খেতে চেয়েছিলেন। শক্তিগড়ের এক মিষ্টির কারিগর ছানা-সবেদা-বড়এলাচ দিয়ে তৈরি গাওয়া ঘিতে ভেজে রসে ডুবিয়ে লম্বাটে ধরনের এই মিষ্টি তৈরি করে রানিকে দেয়। কথিত আছে উক্ত কারিগর লেংচিয়ে লেংচিয়ে চলতেন বলে রানি এই মিষ্টির নামকরণ করেন ল্যাংচা। সেই থেকেই শক্তিগড়ের ল্যাংচার চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এখনও কোনো মানুষ (দেশ, বিদেশের) শক্তিগড় পেরোলেই ল্যাংচা নিয়ে ঘরে ফেরে। শক্তিগড়ের তরুণ ল্যাংচা বিক্রেতা কৌশিক ঘোষের দাবি শক্তিগড়ের বাইরে যে-কোনো তৈরি ল্যাংচা ৭-৮ ঘন্টার মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। অথচ শক্তিগড়ে তৈরি ল্যাংচা ২-৩ দিনেও নষ্ট হয় না। তাদের দাবি সরকার যদি প্যাকেটজাত করার প্রশিক্ষণ দেয় তাহলে আমরা বিদেশেও পাঠাতে পারি। কলকাতা যাওয়ার পথে শক্তিগড়ে ৫০টি দোকান আছে। প্রতিদিন ১০ লক্ষ টাকার ব্যবসা হয়। একে কেন্দ্র করে ২৫০ জন লোকের রুজির ব্যবস্থা হয়।

এবার দেখে নিই সীতাভোগের ইতিহাস। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ১০ ফেব্রুয়ারি বড়লাট লর্ড কার্জন বর্ধমান শহরে এসেছিলেন বর্ধমানের মহারাজ বিজয়চন্দের অভিষেক উপলক্ষে। বড়লাটকে মনপসন্দ মিষ্টি খাওয়ানোর জন্য সীতাভোগ ও মিহিদানা তৈরি করেছিলেন ভৈরব চন্দ্র নাগ, যার দোকান আজও শহরে বর্তমান। গোবিন্দভোগ আতপ চালের গুঁড়োর সঙ্গে ছানা মিশিয়ে চ্যাপ্টা চিড়ের মতো দানা বড়লাটকে বেজায় খুশি করেছিল। বর্ধমানের বিখ্যাত সীতাভোগ ব্যবসায়ী প্রসেনজিৎ দত্ত জানান, কাচামালের দাম বেড়ে যাওয়ার জন্য গুণমান বজায় রাখতে দাম বেশি পড়ে যাচ্ছে। তবু আজও এর কদর সমানই আছে। আজও কোনো জেলা, রাজ্য কোথাও এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে পারেনি। এখন সরকার এগিয়ে এলে একে প্যাকেটজাত করে দেশ-বিদেশে পাঠানো সহজ হবে।

এখন দেখার, উদার অর্থনীতির যুগে শক্তিগড়ের ল্যাংচা, বর্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সরকার কতটা উদ্যোগী হন।

নতুন চিঠি

১১ জানুয়ারি, ২০১৪

মানবাধিকার কমিশন নয়, চাই ‘মমতা’ধিকার কমিশন

পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল শাসনে সার্বিকভাবে মানবাধিকার এবং বিশেষভাবে নারীর অধিকার যে প্রতিনিয়ত চূড়ান্ত ভাবে নিগৃহীত তা প্রতিটি সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও সে সম্পর্কে সরকার ও প্রশাসনের প্রতিক্রিয়ায় প্রমাণিত হয়ে চলেছে। মানবাধিকার কমিশনের মতো একটি স্বাধীন সংস্থা ও সেই সংস্থায় অশোক গাঙ্গুলীর মতো একজন চেয়ারম্যান তাই এই সরকারের কাছে অসহ্য। কেননা একের পর এক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সম্পর্কে কমিশনের প্রতিক্রিয়া ও নির্দেশ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল। কমিশনের নির্দেশে সরকার অবশ্যই কর্ণপাত করেনি, কিন্তু তা চূড়ান্ত অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। তাই কীভাবে অশোক গাঙ্গুলীকে সরানো যায়, তারই মরিয়া প্রয়াসের ফলস্বরূপ উঠে এলো বহুদিন আগে ঘটে যাওয়া একটি তথাকথিত ঘটনার উপাখ্যান। অশোক গাঙ্গুলী কীভাবে যৌন হেনস্থার অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন, এবং অবশেষে পদত্যাগ করলেন, তা আজ সবারই জানা। এবং এই ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকাও প্রশ্নের বাইরে নয়, যা মানবাধিকার রক্ষায় বিচারবিভাগের কাছে ন্যায়বিচার পাবার শেষ প্রত্যাশাটিকেও বিপন্ন করে তুলেছে।

এ তো গেল মানবাধিকার কমিশনের ‘অবাঞ্ছিত’ চেয়ারম্যানকে বিতাড়ন করার প্রক্রিয়া। একই সঙ্গে শুরু হলো বিতাড়িতের শূন্য আসনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মনপসন্দ এক অনুগত পুরুষকে বসানোর প্রক্রিয়া। পার্কস্ট্রিট ধর্ষণ কাণ্ডে খ্যাত পুলিশকর্তা নপরাজিত মুখোপাধ্যায়কে আগেই কমিশনের সদস্য হিসাবে ঢোকানো হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব ও রাজ্যপালের অনুমোদন ক্রমে। প্রতি পদে অশোক গাঙ্গুলীর কাজে বাগড়া দেওয়াই ছিল তাঁর মুখ্য কাজ। এবার শুরু হয়েছে তাঁকেই কমিশনের অস্থায়ী চেয়ারম্যান করার উদ্যোগ। আপাতত এই কাজে সফল হলে আপাতত সরকারের পক্ষে নতুন কোনো অস্তস্তির কারণ আর থাকবে না। বশংবদ পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে যদি একটি বশংবদ মানবাধিকার কমিশনকে সুনিশ্চিত করা যায়, তাহলে ঘটুক না মধ্যমগ্রাম কাণ্ডের মতো চূড়ান্ত পুলিশি বদমাইসির ঘটনা, আঙুল তোলার কেউ থাকবে না। বিরোধী দলগুলিকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে রাখলেই মমতাতন্ত্রের চূড়ান্ত রূপায়ণ সম্ভব হবে। অশোক গাঙ্গুলীর মতো এমন কথা বলার কেউ থাকবে না যে ‘পশ্চিমবঙ্গে চলছে চূড়ান্ত একনায়কতন্ত্র, যেখানে কোনো মতান্তরকেই সহ্য করা হয় না।’

জাতীয় নিরাপত্তা সপ্তাহের প্রথম দিনে বর্ধমানে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিল

এক ডজন প্রশ্ন

১. পৃথিবীর মধ্যে প্রথম ডাক টিকিট কবে কোথায় ছাপানো হয়েছিল? কার তত্ত্বাবধানে?
২. ভারতে প্রথম সর্বভারতীয় ডাকটিকিট কখন ছাপা হয়? কত দাম ছিল?
৩. বৃহস্পতি গ্রহকে কে কবে আবিষ্কার করেন? এই বৈজ্ঞানিকের কবে মৃত্যু হয় ?
৪. বর্ধমানে মেঘনাদ সাহা তারামণ্ডলের কবে উদ্বোধন করা হয়?
৫. বিশ্বের প্রথম মেট্রো রেল কোথায় কবে চালু হয়?
৬. বিশ্বের প্রথম এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়ী স্যার এডমন্ড হিলারীর বাড়ি কোন দেশে? তাঁর কবে মৃত্যু ঘটে?
৭. কলকাতায় প্রথম জনগণনা কবে শুরু হয়েছিল?
৮. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পথের দাবি’ উপন্যাসটি ব্রিটিশ সরকার কবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে?
৯. কলকাতার ইডেন উদ্যানে প্রথম ক্রিকেট খেলা কবে হয়? কোন কোন দলের মধ্যে?
১০.‘এক্স-রে’ কবে কে আবিষ্কার করেন?
১১. কার নেতৃত্বে কবে ‘আই-ফোন’ বাজারে আসে?
১২. ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ইনসুলিন ব্যবহার কবে শুরু হয়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

বাংলাদেশ : এবার আমেরিকা রা কেড়েছে

অরুণ মজুমদার : শ্রীমতী হেমপ্রভা দেবী কথাটা শুনে চমকে উঠলেন : ‘ব্যালট পেপার বাইরে নিয়ে যাওয়া বে-আইনি, বক্সেই ফেলতে হবে।’ পোলিং বুথের ভিতরে দুটি বাক্স একটার মাথায় হ্যাঁ লেখা আর একটার মাথায় ‘না’ লেখা। মহামান্য প্রেসিডেন্ট জিয়া তখন বাংলার মসনদে আসীন। মিলিটারি কুর্তা ছেড়ে ভদ্র গৃহস্থের পোষাক পড়েছেন। পশ্চিমি প্রভুরা দু’হাতে উজাড় করে ঢালছেন ডলার। বাংলাদেশের মানুষগুলোকে খাইয়ে পড়িয়ে রাখতে হবে তো! ভারতের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝেই হুঙ্কার। যদিও চাল, ডাল, পিয়াজ সবই ভারত থেকে চোরা-বেচোরা পথে যেয়ে মানুষের উদর পূর্তির উপকরণ জোগায়। বাজারে চালু ‘করাচির মাল’— বলেই দুষ্টুমির মৃদুহাস্য। এ হেন মেজর জেনারেল জিয়াযুর রহমান ভোটে গেলেন। হেমপ্রভা দেবী দেখলেন ‘না’ বাক্সের মুখ খোলাই হয়নি। অগত্যা সবাইকে ‘হ্যা’ বাক্সেই ব্যালট পেপারটা ঢুকিয়ে দিতে হল।

আমেরিকা কিন্তু কোনো রা কাড়েনি!

মিলিটারি শাসনের নিয়মমাফিক অভ্যুত্থানে নিহত হলেন জিয়া। জিয়া কিন্তু একাত্তরের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুজিবর রহমানের স্বাধীনতার ডাক চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ইথারে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

এই প্রতিবেদক তাঁর পিতৃভূমিতে গেছেন। সেদিন আর এক মিলিটারি শাসক মার্শাল এরশাদ সাহেবের ভোটের দিন। মিলিটারি পোষাকে বেশিদিন শাসন করা পছন্দ করেন না জনগণ, তাই ভোটের সমারোহ, তাছাড়া একটা ইজ্জতের ব্যাপারও তো থাকে। এরশাদ আবার কবি। ভারতের পত্রিকাতেও তাঁর কবিতা ছাপা হয়।

জুনিয়ার হাইস্কুলটিতে হয়েছে ভোটের কেন্দ্র। প্রতিবেদক একটা নাগাদ ভোট দেখার জন্য হাজির স্কুল প্রাঙ্গণে। একজন ভোটারেরও চিহ্ন নেই কোথাও। আমি কি ভুল করলাম? হেড মাস্টার মহাশয় দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে অফিস ঘরের বাইরে বেড়িয়ে ডেকে নিয়ে বসালেন আমাকে। জিজ্ঞেস করলাম— ভোট হয়ে গেছে? —হ্যা। কত ভোটার ছিল? —প্রায় বারোশো। কথায় কথায় জানলাম, উপর থেকে মৌখিক নির্দেশ এসেছিল ৯০ শতাংশ ভোট পোল্ড হবে। তার ৮০ শতাংশ পাবেন মহামান্য এরশাদ সাহেব। ১০ শতাংশ পাবেন হাফেজজী হুজুর বলে একজন। আর বাকি সব প্রার্থীদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। পুলিশ ক’জন যাবার সময় সেলাম জানিয়ে জানাল, ‘দোয়া রাখবেন, গুনাহ্ করে গেলাম।’

এবারও আমেরিকা রা কাড়ে নি।

এবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথামাফিক নিয়মনীতি মেনেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। বেগম খালেদা জিয়া এই নির্বাচনে নানাবিধ বায়না ধরলেন এবং নির্বাচন বয়কট করলেন। প্রচণ্ড মৌলবাদী জামাতে ইসলামিকে ইতিমধ্যেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করেছে ওখানকার সুপ্রিমকোর্ট। খালেদা জিয়ার দল বি. এন. পি এই উগ্রমৌলবাদীদের সঙ্গেই হাত মিলিয়েছে। এরা প্রচণ্ড ভারত বিরোধী। খালেদার দল নির্বাচনে অংশ নেয়নি। নিলে অবশ্যই বেশ কিছু আসনের ভাগীদার হতো কিন্তু তা না করে গত মাস দুই ধরে সারা দেশ জুড়ে খুন, হত্যা, আগুন লাগানো, ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠেছিল। প্রচুর রেললাইন উঠিয়ে দিয়েছে, বাস পুড়িয়ে, স্কুল পুড়িয়ে গোটা দেশকে এক নরক করে তুলেছিল। সুতরাং ভোটে যা হবার তাই হয়েছে। শেখ হাসিনার দল আওয়ামি লিগ জয়ী হয়েছে। এরা খানিকটা অসাম্প্রদায়িক।

এবার আমেরিকা রা কেড়েছে।

উনিশশো বাহাত্তর সালে পশ্চিমবাংলার ভোট। এই প্রতিবেদক দেখেছে গাড়ি ভর্তি কংগ্রেসের অহিংস সেবকরা এসে নেমেছে এক একটা ভোট কেন্দ্রের সামনে। ছোট ছোট আগ্নেয়াস্ত্রের দাপটে বিরোধী এজেন্টরা ঘরছাড়া। এন্তার ছাপ মেরে চলল বাহিনী। কোথাও কোথাও বা আগের দিন রাত্রে বুথ দখল সকাল বেলাতেই ভোট শেষ। শিক্ষক অধ্যাপকদেরও সই নেই কোথাও। সবই টিপছাপ। এই ঐতিহাসিক সাজানো ভোটে জ্যোতি বসুও হেরেছিলেন বিপুল ভোটে। সাজানো গণনায় দুপুরে বামপন্থী প্রার্থী জিতেছেন, কিন্তু বিকালে দেখা গেল মিছিল করছেন কংগ্রেস প্রার্থী—গলায় গাঁদা ফুলের মালা। কী ব্যাপার? না সকালে গণনায় ভুল ছিল। এ নির্বাচনে কংগ্রেসের নায়ক সিদ্ধার্থ শংকর রায় এবং জনৈক পুলিশ কর্তা, যার উদ্ভাবনা শক্তিতে নকশাল নাম দিয়ে কয়েক হাজার যুবককে নিকেষ করেছিল পুলিশ।

আমেরিকা তখনও রা কাড়ে নি।

সারা বিশ্বের অঘোষিত অভিভাবক মার্কিনিরা আজকের বিশ্বের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী। নিজের দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দুরের দেশে ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে, হত্যালীলা চালাচ্ছে নির্বিকারে।

এবার অন্যদের রা কাড়ার কথা।

সচিবের কাজ সচিব করেছে ...

কাক্কেশ্বর

সচিবের কাজ সচিব করেছে—। তা নিয়ে এতো হৈ চৈ -এর কী আছে? গণতন্ত্র আছে বলে যা কিছু নিয়েই হৈ চৈ করতে হবে না-কি? বাংলা অভিধান ঘেঁটে দেখুন সচিবের কাজ কী? সচিব লেজ নেড়েছেন, কামড়ও দিয়েছেন। মুণ্ডু যা চাইবে হাত পা তাই শাঁনাবে। তাবলে জনগণের তো আর সচিবকে কামড়ানো শোভা পায় না।

তাছাড়া পুলিশ তো বন্ধুর মতো কাজই করছিল, মড়া পোড়াতে গেছিল। এতে অন্যায়ের কী আছে? চাণক্য শ্লোক ঘেঁটে দেখুন, এটা প্রকৃত বন্ধুর কাজ কি না। চাণক্যের নিদান হল, ‘রাজদ্বারে শশ্মানে চ’ খাঁটি বন্ধুরা সঙ্গ দেবে। পুলিশ শশ্মানবন্ধুর কাজ করছিল, এতে এতো গেল গেল করার কী আছে? কী বলছেন? পুলিশের কাজ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, ধর্ষণ আটকানো! ওসব কাজ ছিল ৩৪ বছরের হার্মাদি জামানায়। বিক্রমাদিত্যের জামানায় কোটালের কাজ কী ছিল? কখনো কি ভেবেছেন? তখন তো রাস্তায় সোনা পড়ে থাকলেও লোকে ছুঁয়ে দেখত না। গেরস্ত বাড়িতে তালাচাবি না দিয়েই পাড়া বেড়াতে বেরুতো। চোর ছ্যাঁচোড়ও ছিল না, সান্ত্রী-কোটালরাও ছিল বেকার। নগরকোতয়ালি হাই তুলে আর তুড়ি মেরে সরকারি অন্ন ধ্বংস করত।

এখন এই ‘ম’ ‘ম’ জামানায় আইনশৃঙ্খলারই কোনো বালাই নেই, পুলিশ কী রক্ষা করবে? আর ধর্ষণ? এটা এখন কোনো অপরাধই নয়, সরকারি স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পের একটা অন্যতম হাতিয়ার। ধর্ষিতার জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা রয়েছে, ধর্ষণজনিত দুর্ঘটনায় ধর্ষিতার ভালোমন্দ কিছু একটা ঘটলে এই আক্রান্তার বাজারে ‘ডেথ হায়ারনেসে’ চাকরি রয়েছে। কামদুনিতেই তো দেখলেন, ‘ওয়ান ধর্ষণ থ্রি চাকরি ফ্রি’। এসব দেখেও যদি অন্যের প্ররোচনায় ‘ধর্ষণ’ ‘ধর্ষণ’ করে বাজার মাতান, তার ফল ভোগ আপনাদেরই করতে হবে। পুলিশ বড়জোর শশ্মানবন্ধুর কাজ করতে পারে।

আইনশৃঙ্খলার বালাই নেই, তো রক্ষা করার প্রশ্নও নেই। ধর্ষণের সংজ্ঞা সরকারি ভাবে বদলে গেছে। অভিযোগ এলে এবং ধর্ষণকারী গা ঢাকা দিতে না পারলে টুকটাক গারদে এনে ঢোকানো হয়। উদ্দেশ্য খুব মহান, গণধোলাই-এর হাত থেকে বাঁচানো। চিটিংবাজিকে সরকারি সিলমোহরে লিগ্যালাইজড করা হয়েছে। চিটিংবাজকে সরকারি রাজভোগে আর চিটিতকে আশাবাণীর সম্মোহনভোগে প্রতিপালন করা হচ্ছে। তা পুলিশ করবেটাই বা কী? গুপ্তযুগের মতো তো আর পুলিশকে হাই তুলিয়ে, তুড়ি মারিয়ে সরকারি অন্ন ধ্বংস করতে দেওয়া যায় না। দ্যাশে গণতন্ত্র আছে? প্রশ্ন উঠতে পারে। বিক্রমাদিত্যের তো আর ভোটে দাঁড়ানোর দায় ছিল না। সরকারি দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে সালিশি করা, বাড়িতে অস্ত্র ঢুকিয়ে হার্মাদ ধরা; এসব শক্ত শক্ত রাজনৈতিক কাজের পাশাপাশি কিছু সামাজিক কাজও পুলিশের আছে। এই যেমন ধরুন বচ্ছরকার দিনে খেলাধূলোর মোচ্ছব, পালপার্বণে মাঁচা বেঁধে ‘হিন্দি এক্সট্রাভ্যাগেঞ্জা’, ঝামেলাবাজ মড়া চুপি সাড়ে তুলে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া। এসবই এখন সরকার নির্ধারিত পুলিশের সামাজিক কাজ।

নবান্নের ভাবনা-চিন্তা নিমতলা ঘাটে পুলিশ প্রয়োগ করতে গিয়েছিল মাত্র। ঝা-বাড়ির ‘বেয়াড়া’ মেয়েটির দেহ গণ-উদ্যোগে সত্তর শতাংশ তো ঝলসেছিলই, পুলিশ গেছিল বাকি ত্রিশ শতাংশের সদ্গতি করতে। সচিব তা শিলমোহরিত করেছেন মাত্র, এতে এতো শিহরিত হওয়ার কী আছে?

সরকার এখন ঝা-বাড়ির পিছনে হাত ধুয়ে পড়েছে, হাতে কলকাতা পাটনার ওয়াপাস টিকিট। সচিব সঠিকভাবেই বলেছেন সরকার পরিবারের পাশেই আছে। আরে বাবা পিছনও একটা পাশ, কবে যে জনগণ বুঝবে!

বস্তিবাসীদের বিক্ষোভ অবস্থান কালনা ও বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ জানুয়ারি : দশ দফা দাবিতে ৯ জানুয়ারি কালনা পুরসভার সামনে বস্তিবাসীদের বিক্ষোভ অবস্থান করলো পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতি কালনা শহর কমিটি। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে—পুর আয়ের ২৫ শতাংশ বস্তিবাসী ও গরিব মানুষের উন্নয়নে ব্যয় করতে হবে; জল, রাস্তা, বিদ্যুৎ ও নিকাশি ব্যবস্থা সহ বস্তি উন্নয়নের কাজগুলি দ্রুততার সাথে রূপায়ণ করতে হবে; অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা ও ন্যূনতম আয় সুনিশ্চিত করতে হবে; শহরে চালু স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলির পরিষেবা বৃদ্ধি করে বি পি এল তালিকাভুক্ত সহ অন্যান্য গরিব অংশের মানুষের পরিষেবা দিতে হবে। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির নেতা সুদীপ্ত বাগচি, প্রাক্তন পুরপতি ডা. গৌরাঙ্গ গোস্বামী। সভা পরিচালনা করেন তপন ভৌমিক। স্বপন আইচ ও মদন ঠাকুরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল দাবিপত্রটি পুরপতির হাতে তুলে দেন।

১০ জানুয়ারি বর্ধমানের বিজয় তোরন বস্তি উন্নয়ন সমিতির বর্ধমান শহর কমিটির উদ্যোগে সভা হয়।

আমাদের সুচিত্রার জন্য

শিবানন্দ পাল

—জন্মদিনে দেখা পাওয়া! বুঝলে ব্রজদা, এটাও একটা রেকর্ড।

পাড়ার নটু এখন কাপ্তান হয়েছে। সে এসে ঢুকল আমাদের রবিবারের আড্ডায়।

ব্রজদা বললেন, সাড়ে তিন দশকের ব্রত ভেঙেছেন সুচিত্রা সেন। এটা একটা রেকর্ড বইকি!

—যাই বল, তাই বল সৌভাগ্যবতী আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

গগনদা বললেন, ঠিক বলেছিস! তিনিও একদিকে মহানায়িকা। তবে সিনেমার রূপালী পর্দার নন, রাজনীতির রঙ্গমঞ্চের।

প্যালা তার সঙ্গে জুড়ে দিল, যদিও রঙ্গমঞ্চের নায়িকাদের মতো তিনি কম লম্ফঝম্ফ করেন না! কেশপুর, নন্দীগ্রাম, নেতাই, সিঙ্গুর, জঙ্গলমহল হয়ে তিনি না-পসন্দের লালবাড়ি মহাকরণ দখল করেও ক্ষান্ত হননি! গঙ্গার মোহময়ী পশ্চিম পাড়ে সুউচ্চ অট্টালিকার নীল স্তম্ভের মিনারে অফিস খুলে বসলেন!

ক্যাবলা বলল, শুধু অফিস কী বলছিস! নীলাকাশের নিচে আসীন হয়ে রাজ্যবাসীকে সাঁড়াশি শাসনে ব্যতিব্যস্ত রেখেছেন যেমন, তেমনিই খোয়াব দেখছেন দেহলি দূর অস্ত নয়!

—তিনি কিন্তু এ ব্যাপারটায় বেশ দুরস্ত! বাঙালি প্রধানমন্ত্রী হলে যে কী হবে না! ফাটাফাটি!

নটু বললে, কোনো মায়াবিনীর জাদু নয়। তিনি আমাদের মমতাময়ী মা-মাটি-মানুষের সরকারের কবি-গল্পকার-লেখক-উপন্যাসকার-চিত্রশিল্পী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অসাধ্য সাধন করেছেন।

ব্রজদা বললেন, এটা কিন্তু মানতেই হবে। কিংবদন্তীর যে নায়িকাকে আমরা ছায়াছবিতে দেখেছি অসংখ্যবার। এখনও দেখি, সুযোগ পেলে আবার দেখব। আমরা যাঁরা ষাট সত্তরোর্ধ, তাঁদের যৌবনের সেই বুক টলটল, কাঁপা কাঁপা ঠোঁটের না বলা কথার অভিব্যক্তিতে যখন তিনি পর্দায় উপস্থিত হয়েছেন! কখনও মহানায়িকা, কখনও বা আটপৌরে গৃহবধূ, সুচিত্রা সেনের নানা রূপের সেই মোহময়ী অভিনয়! উফ্ তোদের কী বলব! আমাদের হৃদয়ের ইথার স্পন্দন অসংখ্যবার স্তব্ধ হয়ে গেছে। তোরা আর কী বুঝবি বল আমাদের হৃদয়ের সেই কম্পাঙ্কের কথা! চিরন্তন নারী হৃদয়ের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না এমনই অভিনয় আমরা দেখেছি রে! সে এক যুগ ছিল।

—অথচ দেখ! সেই ১৯৭৯ সাল থেকে জনসমক্ষে একেবারে অনুপস্থিত থেকে গিয়েছেন। নটু বলল।

গগনদা বললেন, শুধু অনুপস্থিত! থেকে গিয়েছেন একেবারে অন্তরালে। তিনি আছেন, অথচ নেই! এ কি কম আশ্চর্যের!

ব্রজদা বললেন, ১৯৮০ তে আমাদের ম্যাটিনী আইডল উত্তমকুমার যেদিন প্রয়াত হয়েছিলেন, সেদিন তাঁকে দেখা গিয়েছিল ক্ষণিকের অতিথিরূপে। কয়েক মিনিটের জন্য বিদ্যুৎ চমকের মতো তাঁর উপস্থিতি, উপস্থিত আলোকচিত্রীদের হতবাক্ করেই অদৃশ্য।

—তারপর যেদিন বেলুড় মঠের ভরত মহারাজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, সেদিনও তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন মহানায়িকা।

—জনসমক্ষে উপস্থিতি কিন্তু সেও ক্ষণিকের তরে। কালো চশমায় সম্পূর্ণ আবৃত অপরূপার মুখখানি।

—নয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে সচিত্র ভোটার পরিচয় পত্রের জন্য লাইনে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন, তাও কতটুকু সময়ের জন্য! ক'জনা তাঁকে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন?

—যাঁরা দেখেছেন বুঝতেই পারেননি।

—ভোটার পরিচয়পত্র ছিল তাঁর। কিন্তু কখনও ভোট দিতে দেখা যায়নি তাঁকে। তিনি যে স্বেচ্ছা ঘেরাটোপে আড়াল করেছেন নিজেকে।

নটু বলল, তোমরা যে কী সব আলোচনা কর বুঝিনা! আমাদের মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী। নইলে কখনও এই কুহক ভাঙে!

প্যালা বলল, এ তো অসাধ্যসাধন রে! তাই তো বড় মুখ করে বলতে পারছিস!

ব্রজদা বললেন, জন্মদিনের সেরা উপহারটি যে তাঁর কাছে বড়দিনের মেজাজে নববর্ষের শুভ সূচনাকালে আরো বড়দিন হয়ে এমনি করে আসবে ২০১৪-র পুণ্য প্রভাতে কে ভেবেছিল বল?

নটু বলল, তাহলে বল!

ক্যাবলা বলল, সংবাদ গ্রাহকরা বলেছেন, তাঁর চোখমুখে সে কী পরম পরিতৃপ্তির ছাপ!

—মহানায়িকার সাথে একান্তে কথা! চাট্টিখানি ব্যাপার! মহানায়িকা জানতে চেয়েছেন, চা না কফি? কী খাবেন?

—এ যেন সিনেমায় যেমনটি হয়!

—না না না। এ যেন 'সোনার হাতে সোনার কাঁকন, কে কার অলংকার!'

—মুখ্যমন্ত্রী চাইলেন, চা।

—চা খেতে খেতে দু'জনে কথা বললেন। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে গেল পঁচিশটি মিনিট।

—সঙ্কটমুক্ত না হলেও সুচিত্রার শারীরিক অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি প্রায় আধ ঘন্টা সময় দিয়েছেন।

—না, কোনও মেডিক্যাল বুলেটিন নয়। মুখ্যমন্ত্রীর ফেসবুক, এ তাবৎ কালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুখ।

গগনদা বললেন, আমাদের সর্বসুখ! যে মুখ নিসৃত বাণী দৈববাণীর মতো রাজ্যবাসীকে মুগ্ধ করে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত।

—মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। আমি মুগ্ধ!

—মুগ্ধ আমরাও। পরিজন ও চিকিৎসক ছাড়া অন্য কাউকে দেখা না দেওয়ার সংকল্প ভেঙে মহানায়িকা আমাদের মাঝে যে বার্তা দিয়েছেন, তাতে আমরাও অতি মুগ্ধ!

—আমরাও মুখ্যমন্ত্রীর মতো আপ্লুত। মহানায়িকা সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরুন! আমরাও উদ্বেগহীন রাত্রি জাগরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠি!

ব্রজদা বললেন, কিন্তু না, তেমন তো হচ্ছে না। দিনের আলো নিভে এলে সূয্যিমামা পাটে যেতে উদ্যত হলে ভয় উদ্বেগ আমাদের কেন গ্রাস করে? ঘরে ফিরে আমাদের কেন মনে হয়, মেয়েটা ঘরে ফেরেনি এখনও! ফিরবে তো? তার নামও তো সুচিত্রা! সে তো আর বাড়ি ফিরবে না!

—ঘরে ফেরেনি তো সেই মেয়েটাও! কামদুনির কলেজে পড়া মেয়েটা ঘরেই তো ফিরছিল! তবে কেন সে বাড়ি ফিরতে পারল না! ধর্ষণ করে তাকে হত্যা করা হল। নৃশংসতার সাত মাস পার হলেও বিচার পায়নি সে। বরং বিচারের গতি ইচ্ছাকৃতভাবে শ্লথ করার অভিযোগ উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, এক মাসের মধ্যে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে বিচার শেষ হয়ে যাবে!

—৭ জুনের সেই বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় রাস্তায় একটাও লোক ছিল না। ৭ জুন আবার আসছে ব্রজদা! কি হবে বলোতো! মেঘেরা বৃষ্টি নিয়ে আকাশে ঘুরে বেড়ায়, আমাদের সেই মেয়ে ঘরে ফেরে না। একি দুর্দিন এল!

—পার্কস্ট্রিটের সেই মেয়েটা!

—গেদে, বারাসত, খরজুনি, কাটোয়া, বর্ধমান কত নাম বলব! ঘরে না ফেরা মেয়েদের সংখ্যা একটি একটি করে প্রতিদিন বাড়ছে। এই তো সেদিন মধ্যমগ্রামের মেয়েটা খবর হল।

—ঘর বদল করেও ঘরে ফিরতে পারল না সে! তাকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারা হল। একবার, দু'বার নয় বারবার! কে তাকে হত্যা করল? ধর্ষক-খুনি-পুলিশ-প্রশাসন! কে? কে?

—একবার নয় বারবার ধর্ষিতা হল সে। দ্বিপদ বর্বরের কাছে, প্রশাসনের কাছে, পুলিশের কাছে, আদালতের কাছে!

ব্রজদা বললেন, দ্যাখ! মহানায়িকার ব্যাপারে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী খুবই সংবেদনশীল। কিন্তু ঘরের মেয়ে সুচিত্রা! সেকি গরিব ট্যাক্সিওয়ালার মেয়ে বলে?

ক্যাবলা বলল, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও তো একদিন গরিব ছিলেন। তাঁর পায়ের ছেঁড়া হাওয়াই চপ্পলে আমরা দেখেছি সেফটিপিন লাগানো ছিল। ওঁর ব্যাগে থাকত মাত্র কিছু খুচরো পয়সা।

ব্রজদা যেন নিজের মনেই বললেন, বুঝতে পারি না উনি কখন সংবেদনশীল, কখন তাঁর সংবেদনশীলতার অভাব পড়ে। ওই সুচিত্রা, অভয়া, নির্ভয়া, অনামিকা ওদের বিষয়ে একটা কথাও তাঁকে কোথাও উচ্চারণ করতে শুনলাম না!

—কেন বলুন তো?

—তাইতো রাত্রির অন্ধকার যত কালো হয়ে নামে, ওদের মুখগুলো স্পষ্ট হয়ে যায়। ভয়, উদ্বেগ বেশি করে চেপে ধরে আমাদের। ভয় হয় আজ যে মেয়ে ঘরে ফিরতে পারল না, কাল সকালে কি সে লাশ হয়ে ফিরবে! রাজনীতির শেয়ালে শকুনে তার 'বডি' নিয়ে টানাটানি করবে!

—চাপান উতোর চলবে চ্যানেলে চ্যানেলে। বুদ্ধিজীবী, কলমনিস্টরা কত শত পরিসংখ্যান দিয়ে, ভালো ভালো শব্দ দিয়ে বোঝাবেন এই ঘটনার সংখ্যা হল 'ক'য়ের শ নং'। নম্বর বেড়ে যায়, কেবল বেড়ে যায়। এর শেষ হয় না।

ক্যাবলা বলল, 'বডি'রা কখনও কথা বলে না!

গগনদা বললেন, কথা বলে পুলিশ, কথা বলায় পুলিশ। প্রশাসন শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে।

—চোপ! রাজ্যে এখন মা-মাটি-মানুষের সরকার চলছে! নটু হঠাৎ খেপে উঠল। বলল, আমি কিন্তু ভীষণ রেগে যাচ্ছি।

ব্রজদা বললেন, নটু তুই একবার ভেবে দেখ! এই দেশমাতৃকা, আমাদের মা!

গগনদা বললেন, এই মাটি, বাংলার মাটি!

প্যালা বলল, এই মানুষ, বাংলার মানুষ!

ক্যাবলা বলল, এই বাংলা কি আমরা চেয়েছিলাম!

প্যালা জানতে চাইল, গত ত্রিশ মাসে কতগুলো ধর্ষক তৈরি হল বলতো?

—সন্দেহ হয় ওরা কি কোনও মানব জননীর গর্ভে জাত? না .....

—আর যারা সেই সব বীরপুঙ্গবদের রেহাই দেবার জন্য পুলিশের পোষাকে, আমলার পোষাকে প্রশাসনকে সর্বাংশে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করে দেয়, মদত দেয় তাঁরা? জানতে ইচ্ছে করে কোন সে জননীর গর্ভে জাত? এরা কি মাতৃ গর্ভের লজ্জা নয়?

—দেখ, পুরুষ বা মহিলা যেই হোন, প্রত্যেকে নিজ নিজ পরিবারের অর্ন্তভুক্ত। সেই পরিবারে মা আছেন, বোন আছেন, কন্যা আছেন।

—কেন বাবা আছেন, ভাই আছেন!

ব্রজদা বললেন, তাহলে আমাদের কি একবারও মনে হয় না, চারদিকে এ সব কী হচ্ছে? শিশু জন্মক্ষণে মুষ্ঠিবদ্ধ হাত ঊর্ধ্বে তুলে যে সুতীব্র চিৎকারে জননীর হৃদয়ে মাতৃ-আনন্দের ঢেউ তোলে! স্নেহময়ী জননীর আনন্দাশ্রুতে যেইক্ষণে সিক্ত হয় শিশুর শ্রীমুখ। সেই জননী আজ হয়েছেন ছিন্নমস্তক!

—ছিন্নমস্তক?

—লক্ষ্য করেছিস কি তাঁকে!

—না। তিনি নতমুখী নন। ছেদন করেছেন নিজ হাতে নিজ শির আপন গর্ভের লজ্জায়!

গগনদা বললেন, না। এ হতে দেওয়া যায় না। বন্ধ হোক এই বর্বরতা! সভ্য সমাজের কলঙ্ক এই অধ্যায়। সুচিত্রা মহানায়িকা, আপনি ভালো হয়ে উঠুন! বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে আপনি শুধু বন্দিতা নন, আপনি বিশ্ববন্দিতা।

ব্রজদা বললেন, রাত এখন অনেক গভীর। তবু বাকি আর কতটুকু? ভোরের আগে আরো না হয় একটু কালো অন্ধকার নামবে! তারপর তো ঊষার প্রদোষকাল! বাকি রাতটুকু আজ আমরা জেগেই থাকি। শীতটা একটু বেশি লাগছে! আয় একটু গা ঘেঁষে বসি।

প্যালা চিৎকার করে ডাকল নুরুলকে। বলল, আয় নুরুল! এই নটু,তোর ছেঁড়া কম্বলটা নিয়ে আয়! ওতেই আমাদের রাত কেটে যাবে। ভোর হতে বেশি দেরি নেই!

ব্রজদা বললেন, আমরা বরং উদ্বেগ নিয়েই রাতটুকু জেগে থাকি আমাদের সুচিত্রার জন্য।

ধর্ষণ, নির্যাতন, খুনের বিরুদ্ধে

বর্ধমানে নাগরিক প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ জানুয়ারি : বছরের শেষদিন গোটা কলকাতা যখন ঝলমলে আলোয় সেজে উঠেছে, পার্কস্ট্রিটে মায়াবী আলোয় বর্ষবরণের জন্য যখন হাজার হাজার মানুষ মেতে উঠেছে, ঠিক তখন সেই রাতেই মধ্যমগ্রামের ধর্ষিতা কিশোরী আগুনে পুড়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে নিজেকে বিদায় জানালো। এই ঘটনায় রাজ্যজুড়ে ধিক্কার ছিঃ ছিঃ হয়েছে। বাদ থাকেননি বর্ধমান শহরের বুদ্ধিজীবী এবং বিশিষ্টরা। ৫ জানুয়ারি নাগরিকরা পথে নামেন। এদিন রাজবাড়ি থেকে মিছিল করে কার্জনগেটে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। এই সমাবেশে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। বক্তব্য রাখেন দেবেশ ঠাকুর, সোমা মুখার্জী, জয়ন্ত ঘোষ, দিলীপ বিশ্বাস, অংশুমান কর সহ অনেকে। বিশিষ্টরা গানে, কবিতায় প্রতিবাদ জানান।

নাবালিকা ধর্ষিতা, ধৃত - ১ বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : এক নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করলো বর্ধমান থানার পুলিশ। ধৃতের নাম অভিজিৎ দাস। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমানের শিয়ালডাঙা এলাকায়। ২ জানুয়ারি সকালে প্রতিদিনের মত ওই নাবালিকা দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী স্কুলে গিয়েছিল। তারপর সকাল সাড়ে দশটার সময় স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে পাড়ায় খেলতে যায়। কিছুক্ষণ পর অসুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফেরে। এরপর অভিযুক্তের নাম বলায় প্রতিবেশীরা অভিজিৎ দাসকে মারধর শুরু করে। বর্ধমান থানার পুলিশ গিয়ে অভিযুক্ত যুবককে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে।

সি পি আই(এম) কর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৯ জানুয়ারি : মানবাধিকার কমিশনকেই যে সরকার কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে সেই সরকারের পুলিশ যে মখ্যমন্ত্রীকে খুশি করতে বিরোধী দলের নেতা, কর্মীদেরকে মিথ্যা ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন করবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার নেই। এমনই ঘটনা ঘটেছে রায়নায়। প্রতিবেশীর অভিযোগের ভিত্তিতে সি পি আই(এম) রায়না জোনাল কমিটির সদস্য চৌধুরী জিগরিয়া এবং তাঁর ছেলে রাজউদ্দিনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

এদিন ছিল বর্ধমানে রাজুর হোমগার্ডে নিয়োগে উত্তীর্ণ হয়ে পুলিশ ভেরিফিকেশন। ঐ সময় পুলিশ ওৎ পেতে দু জনাকেই গ্রেপ্তার করে। সঙ্গে সঙ্গে নির্দোষ জিগরিয়া বাবুর স্ট্রোক হয় এবং তাঁকে বর্ধমান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে হৃদরোগের চিকিৎসা না হওয়ায় অনাময় হাসপাতালে পাঠানো হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায়ই অনাময় থেকে পুলিশ তাঁকে তুলে নিয়ে এসে ৭ জানুয়ারি সি জে এম আদালতে তোলে। কোর্টে সওয়াল করেন অভিযুক্তের আইনজীবী স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। মিথ্যা ষড়যন্ত্রে পুলিশ যে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে তা তথ্যসহ তুলে ধরেন। তা সত্ত্বেও যখন সি জে এম পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন তখনই কোর্ট চত্বরে জিগরিয়া আবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। উপস্থিত আইনজীবীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পরে সি জে এম আবার চিকিৎসার জন্য ছাড় দেন।

মধ্যমগ্রামের সেই মেয়েটিকে

সলিল ভট্টচার্য

ভয় ভয় ভয়
ভয়ের ভয়ে চাইছে কারা দুঃশাসনের জয়?
পুলিশ দেখায় ভয়
গুণ্ডা দেখায় ভয়
ভয়তরাসে কুঁকড়ে কারা করছে আয়ুক্ষয়?
কামদুনিতে খরজুনাতে নবাবহাটে মধ্যমগ্রামে
দিনদুপুরেই সন্ধে যখন নামে
আমার মায়ের বোনের
তোমার আপন জনের
ভিজলো মাটি জিয়নকাঠি চোখের জলে ঘামে।
দুঃশাসনের হাতে
এই দেশেতে লাঞ্ছনাতে মরছে দিনে রাতে
ও মেয়ে ও মা
করবি কাকে ক্ষমা,
দানবদলন করবি কবে ঘৃণার অভিঘাতে?
ভয় ভয় ভয়
মরণ তো নয়, নির্ভয়াদের জীবনটা দুর্জয়।
এখন আমার দেশ
অনেক দুঃখ ক্লেশ
সইবে জানি, সামনে দেখি মিথ্যার পরাজয়।
ও মেয়ে ও মা
লাঞ্ছনা আর মরণ ভেঙে দুঃস্বপনের অমা
কাটবে জানি নিশিভোরে
জ্বলবে আগুন ঘৃণার জোরে
ও মেয়ে তুই উঠবি বেঁচে, আগুন বুকে জমা।

সার্ধশতবর্ষ পূর্তিবর্ষে স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর পৈত্রিক ভিটে নিয়ে ছেলেখেলা

বিশেষ সংবাদদাতা, কালনা, ১০ জানুয়ারি : সার্ধশত জন্মপূর্তি দিবসের দু'দিন আগেই আজ স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশত জন্মবর্ষ পালন করলো রাজ্য সরকার।

কোষ্ঠী অনুযায়ী নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি সোমবার প্রাতঃ ৬টা ৩১ মিঃ ৩৩ সেকেন্ডে কলকাতার সিমুলিয়ার দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ রবিবার তাঁর সার্ধশতজন্মপূর্তি দিবস। অথচ ঐ দিনটিকে দু'দিন পিছিয়ে এনে শুক্রবার পালন করলো রাজ্য সরকার। স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত পুস্তকে লিখেছেন দত্তদের আদি নিবোস ছিল বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার অন্তর্গত দত্ত দরিয়াটন বা দরিয়াটনা গ্রামে। এখনও দত্ত দরিয়াটনে দত্ত তালপুকুর নামে একটা পুষ্করিণী আছে। এই গ্রামের দত্তদের ইতিহাস মুঘল যুগের সময় থেকেই পাওয়া যায়। ৩৫০-৩০০ বছর পূর্বে দত্ত দরিয়াটনে বিশিষ্ট দত্ত বংশ বাস করতেন। কর্তা নবাব বাহাদুরের দেওয়ান ছিলেন।

ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের রচিত পুস্তকে দত্ত দরিয়াটন গ্রাম নিয়ে আরও বেশ কিছু তথ্যের উল্লেখ আছে। বর্তমানে তাঁদের ভিটেতে একটি স্কুল চলছে। বাড়ির চিহ্ন না থাকলেও ভিটের উপর একটি মন্দির আছে। এরাজ্যে পরিবর্তিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে স্বামী বিবেকানন্দের পৈত্রিক ভিটে নিয়ে তৃণমূলিদের ঘুম ছিল না। কত কী করার প্রতিশ্রুতি আর আশ্বাসের উপর আশ্বাস। কিন্তু সেই অর্থে কিছুই হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষের শুরুতেই দত্ত দরিয়াটনের ভিটের উন্নয়নে দশ লক্ষ টাকা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু বরাদ্দ হয় মাত্র তিন লক্ষ টাকা। সেই টাকায় পায়রার খোপের মতো ঐ ভিটেতেই কটা বিশ্রামাগার হয়েছে বটে। কিন্তু সেখানে আলো, জল, শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। কোনো দর্শনার্থী যদি স্বামী বিবেকানন্দের পৈত্রিক ভিটে দর্শন করতে আসেন, তাহলে তাঁকে তিন কিমি দূরে কালনা শহরেই গিয়েই থাকতে হবে। দত্ত দড়িয়াটন গ্রামে প্রবেশের মুখে কালনা বৈদ্যপুর সড়কের পাশে স্বামী বিবেকানন্দের একটি মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। এই মূর্তি প্রতিষ্ঠাকালে রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ঘোষণা করেছিলেন এই মূর্তির উপর দিয়ে একটা শেড্ করা হবে। কিন্তু আজও তা হয়নি।

সম্প্রতি বৈদ্যপুরে বর্ধমান জেলা ছাত্র-যুব উৎসব হয়ে গেলো। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে প্রদর্শনী, স্মরণিকা প্রকাশ কোনোটাই বাদ গেল না। যৌবনের দূত হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দকে ভূষিত করে যুব উৎসবের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। অথচ সেখান থেকে কয়েক কিমি দূরে অবস্থিত স্বামী বিবেকানন্দের পৈত্রিক ভিটে অবজ্ঞা অবহেলায় পড়ে আছে। তার দিকে কোনো নজর নেই। এসব দেখে মানুষও বলতে শুরু করেছে এদের শুধু ঘোষণা ছাড়া আর কিছু নেই।

মাঝের গ্রামে চরম বিক্ষোভ-অবরোধ কৃষকদের

বিচ্ছিন্ন করা বিদ্যুৎ সংযোগ জুড়তে বাধ্য হলো বিদ্যুৎ দপ্তর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ জানুয়ারি : কৃষকদের চরম বিক্ষোভ-অবরোধে শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করা বিদ্যুৎ সংযোগ জুড়ে দিতে বাধ্য হলো বিদ্যুৎকর্মীরা। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার মন্তেশ্বর থানার মাঝেরগ্রামে।

বিগত বোরো মরশুমে শিলাবৃষ্টিতে বোরো ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়। রাজ্য সরকার শস্য বিমার কোনো প্রিমিয়াম জমা না দেওয়ায় কৃষকদের আন্দোলনের চাপে ক্ষতিপূরণ হিসাবে বিদ্যুতে অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে প্রশাসন প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু তা পালিত না হওয়ায় মাঝেরগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১৬টি গ্রামের সমস্ত কৃষকেরই মোটা অঙ্কের বিদ্যুৎ বিল বাকি পড়ে যায়। এই অবস্থায় সমস্ত বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়। রুখে দাড়ান এলাকার কৃষকসমাজ, আশেপাশের সমস্ত গ্রামবাসী। মেমারি মন্তেশ্বর, মেমারি-মালম্বা বাস রাস্তা অবরোধ করেন। বিশাল এলাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ কাটা লাইন জুড়লেন সেচের স্বার্থে।

সারা ভারত কৃষকসভার নেতা নীলু ভট্টাচার্য জানান বামফ্রন্ট আমলে শস্য বিমার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ করা হতো। বর্তমান সরকারের আমলে সব গেছে। শস্য বিমা পুনরায় ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত এই বিক্ষোভের শেষ হবে না।

ব্যক্তিগত জীবনেও তৃণমূলি অনুপ্রবেশ

অকালেই চলে যেতে হল অনেক স্বপ্ন দেখা ঝুমাকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৯ জানুয়ারি : তৃণমূলি সন্ত্রাস এখন সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে। বিরোধী দল, সাধারণ মানুষ, তৃণমূলেরই প্রতিবাদী একাংশ তো বটেই, তৃণমূলি-সন্ত্রাস থেকে রেহাই পাচ্ছে না। ব্যক্তিগত জীবনও। তাই মাত্র ১৮ বছর বয়সে এ পৃথিবী থেকে চলে যেতে হলো ঝুমা পাত্রকে। ঘটনাটি ঘটেছে কালনা থানার ধাত্রীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাধাগাছি গ্রামে।

নবম শ্রেণিতে পড়তে পড়তেই রঙিন স্বপ্নের প্রলোভনে পড়ে রাতের অন্ধকারে বাড়ি ছেড়ে ছিল ঝুমা পাত্র (১৮)। পাড়ার ছেলে সৌমেন পাত্রকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। প্রথম দিকে সৌমেনের পরিবার এ বিয়ে মানতে না চাইলেও কিছু যৌতুক পাওয়ার পর সব ঠিক হয়ে যায়। সৌমেন তার স্ত্রী ঝুমাকে নিজের বাড়িতেই তোলে। কিন্তু প্রতিনিয়ত অতিরিক্ত পণ আদায়ে ঝুমার উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু হয়। তারপর ঝুমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ঝুমার ক্ষেতমজুর বাবা রবি পাত্র সি পিআই(এম)-এর সমর্থক। তিনি কালনা থানায় নালিশ করেন। নালিশ করার অপরাধে এলাকার তৃণমূলিরা সংগঠিত হয়ে রবি পাত্রের বাড়ি আক্রমণ করে। ছেলে, বুড়ো, শিশু সবাইকে পেটানো হয়। শাসানো হয় এ ব্যাপারে থানায় গেলে খুনই করা হবে। তা সত্ত্বেও রবিবাবু থানায় অভিযোগ জানাতে যান। কিন্তু পুলিশ সব কিছু শোনার পর নিদান দেন মেয়েটি ছোটো, শাখা সিঁদুর মুছে স্কুলে ভর্তি করে দাও। রবিবাবু সেই নিদান মেনে ঝুমাকে পড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সৌমেন তার পিছু ছাড়ে না। রাস্তাঘাট এমনকি বাড়িতে এসেও ঝুমার উপর অত্যাচার চালাতো বলে অভিযোগ। সবরকম প্রতিরোধ প্রতিবাদের শক্তি হারানো রবিবাবু মেয়েকে দূরে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দেন। সেখানেও উৎপাত বন্ধ হয়নি। ঝুমা মামার বাড়ি থেকে ফিরে এসে ৮ জানুয়ারি নিজের ঘরেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। কালনা মহকুমা হাসপাতালে আজ মেয়ের মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করতে এসে রবি পাত্র বলেন, আমিও রেহাই পাবোনা ওদের হাত থেকে। আমাকেও গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হতে হবে।

প্রয়াত হলেন কৃষক নেতা মহম্মদ কুদ্দুস আলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ জানুয়ারি : প্রবীণ সি পি আই(এম) কর্মী ও কৃষকনেতা মহম্মদ কুদ্দুস আলি (৯০) আজ গভীর রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রবীণ সি পি আই(এম) নেতা বিনয় কোঙার। ক্যানেল কর বিরোধী আন্দোলন, কৃষক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ১৯৫৭ সালে তিনি অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ অর্জন করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৮ থেকে ৮৮ দু'বার তিনি মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়েই তাঁর বাড়িতে যান সি পি আই(এম) নেতা ও বিধায়ক চৌধুরী মহঃ হেদায়তুল্লাহ, নীলু ভট্টাচার্য, অশেষ কোঙার প্রমুখ। শোক মিছিলের পর গ্রামেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

ঋণ প্রতারণায় ধৃত ব্যাঙ্কের ফিল্ড ম্যানেজার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : ঋণ প্রতারণায় অভিযোগে ব্যাঙ্কের ফিল্ড ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমানের জামালপুরে। কৃষকদের নাম ভাড়িয়ে জামালপুর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখা থেকে ৯ লক্ষ টাকা ঋণ নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে জানা যায় লোন করার সময় সে সমস্ত কৃষকের নাম দেওয়া হয় ব্যাঙ্কে। তা ভুল। সাতজনের বিরুদ্ধে থানায় অবিযোগ হলে গত এক সপ্তাহ আগে পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। এদিন ধৃত ব্যাঙ্কের ফিল্ড ম্যানেজার চৈতন্য যশ পুলিশ গ্রেপ্তার করে বর্ধমান আদালতে তোলে।

NOTICE INVITING TENDER

Abridged Notice Inviting Tender No. 01 of 2013-2014 duly superscribed and separately sealed Tender in W.B. Form No. - 2908 are invited by the undersigned, on behalf of the Governor of West Bengal from resourceful, bonafied & eligible contractors for 'Supply of materials for maintenance of Govt. owned RLI Schemes under Kalna (A-M) Sub Division, Kalna and Patuli (A-M) Sub-Division, Patuli, Burdwan.

Value of work	:- Rs. 2,59,000.00 for Group - A and Rs. 2,02,000.00 for Group - B.
Token Earnest Money	:- Rs. 5,180.00 for Group - A and Rs. 4,040.00 for Group - B
Cost of Tender Papers	:- Rs. 755.00 for each Group
Last Date & Time of Receiving of application for issuing Tender documents	:- 13.01.14 between 11 a.m to 4.30 p.m.
Last Date & time of purchasing of Tender documents	:- 15.01.14 between 11 am to 4.30 pm.
Last Date & Time of receiving Tender documents	:- 21.01.14 upto 2.00 p.m.
Date & Time of opening of the Tender	:- 21.01.14 at 2.30 p.m.

Further details can be obtained from the office of the undersigned at any working day between 11.00 am to 4.00 pm.

Sd/- D. Bargi
Assistant Engineer (A-M)
Kalna (A-M) Sub Division
Jewdhara, Kalna, Burdwan

Memo No. 13(2) / ICA / BDN,
Dated : 08.01.2014

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৮৪০ সালের ৬ জানুয়ারি, ইংল্যাণ্ডে, রোল্যান্ড হিল; ২। ১৮৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, আধ আনা; ৩। জ্যোতি বিজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও, ১৬১০ সালের ৭ জানুয়ারি, ৮ জানুয়ারি ১৬৪২; ৪। ১৯৯৪ সালের ৯ জানুয়ারি; ৫। ইংল্যাণ্ডের ফ্রড শহরে, ১৮৬৩ সালের ১০ জানুয়ারি; ৬। নিউজিল্যান্ড, ১১ জানুয়ারি, ২০০৮; ৭। ১৮৬৬ সালের ৮ জানুয়ারি; ৮। ১৯২৯ সালের ৪ জানুয়ারি; ৯। ১৯৯৪ সালের ৫ জানুয়ারি, ভারত-ইংল্যাণ্ডের মধ্যে; ১০। ১৮৯৬ সালের ৫ জানুয়ারি, বিজ্ঞানী উইলহেল্ম রোয়েল্টজেন; ১১। অ্যাপেল কম্পিউটারের কর্ণধার স্টিভ জোবস-এর নেতৃত্বে ২০০৭ সালের ৯ জানুয়ারি; ১২। ১৯২২ সালের ১১ জানুয়ারি।

দারিদ্রের মাঝেই রেজিনার জিমনাস্টিকসে স্বর্ণপদক লাভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : রেজিনার বাবা পেশায় রাজমিস্ত্রী। নিতান্তই দিন আনা দিন খাওয়া পরিবার। বর্ধমানের রায়না থানায় শংকরপুরে ইট কাদার দু-কুঠরিতে কোনো রকমে তাদের বাস। এমনই এক হতদরিদ্র পরিবারের ছোট মেয়ে রেজিনা বর্ধমান জেলাকে খ্যাতির শীর্ষে। জিমনাস্টিকসে ইতিমধ্যে রাজ্য ও জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় নিজের দক্ষতা ও প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রেজিনা। বর্তমানে সে কলকাতায় সল্টলেকের সাই ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। ২০০৬, ২০০৭ এবং ২০০৮ সালে জিমনাস্টিকসে সাবজুনিয়র ইভেন্ট চ্যাম্পিয়ন হয় রেজিনা। ২০০৮ সালে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হয়। ২০১৩ সালে ওপেন স্টেট চ্যাম্পিয়নসিপে অলরাউন্ড চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১১ সালে অল ইণ্ডিয়া ইনটার সাই টেবিল ভল্টে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। আগামী মাসে রোজিনা রাশিয়া যাবে উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য। কিন্তু খরচ যোগাবে কে?

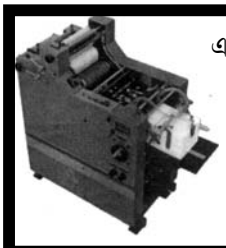

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড্ কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

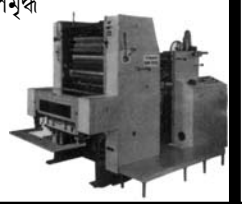

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫, ৩০০০১১৩

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা